জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Jagannath University

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী 'তৃতীয় সংগীত উৎসব ২০১৯'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দু'দিনব্যাপী (২০-২১ মার্চ) 'তৃতীয় সংগীত উৎসব ২০১৯' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে দেশী-বিদেশী বরেণ্য শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের পরিবেশনা, নৃত্যনাট্য, সেমিনার ও সম্মাননা প্রদান।

২১ মার্চ-বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন চত্বরে সংগীত বিষয়ক সেমিনারের মাধ্যমে 'সংগীত উৎসব-২০১৯' এর দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সেমিনারে 'রাগ সংগীত ও প্রকৃতি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসিত রায়। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক জনাব আলী এফ এম রেজোয়ান।

সংগীত উৎসবের দ্বিতীয় দিন ২১ মার্চ-২০১৯, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩:৩০টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এবং এতে সংগীত পরিবেশন করেন দেশ বরেণ্য শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লাইসা আহমেদ লিসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিকবৃন্দ। একটু পরে পরিবেশিত হবে সুবীর নন্দী, কিরণ চন্দ্র রায়, মোহাম্মদ শোয়েব, রাজরূপা চৌধুরী (সরোদ), স্বাগতা মুখার্জী (শাস্ত্রীয়সংগীত, ভারত), সুপ্রিয়া দাশ (শাস্ত্রীয় সংগীত), বিট্টু নৃত্যগোষ্ঠী (ভারত), শুষেণ রায় (তবলা) এর পরিবেশনা। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০ মার্চ-২০১৯, বুধবার সংগীত উৎসবে বরেণ্য শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, খায়রুল আনাম শাকিল, ফেরদৌস আরা, তপন চৌধুরী, অদিতি মহসীন, অভিজিত কুন্ড (ধ্রুপদ), সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, জীমন কার্সপেল (ভিউলা, জার্মানি) এর পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সন্ধ্যায় সংগীত বিভাগের বিশেষ নিবেদন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং সহযোগী পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল বাংলাদেশ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারতীয় দূতাবাস, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ইয়ামাহা; মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দীপ্ত টেলিভিশন এবং কমিউনিকেশন পার্টনার হিসেবে ছিল টেলিপ্রেস।